কেবলমাত্র মেম্বর ও ঘনিষ্ঠ
সিম্‌প্যাথাইজারদের জন্য

★ পার্টি-চিঠি ★

সাবধান! এক কপিও যেন পুলিসের হাতে না যায়

প্রকাশক = বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটি,
ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট পার্টি
(৩য়, কমিউনিস্ট আন্তর্জ্জাতিকের শাখা)

প্রথম সংখ্যা — ডিসেম্বর, ১৯৪১ — দাম চার আনা

আমরা কমরেডদের শিক্ষিত করিতে পারি নাই
তাই "বল্‌শেভিক" বন্ধ রাখিয়া শিক্ষা ও সংগঠনের জন্য
"পার্টি-চিঠি" বাহির করিতেছি

প্রাদেশিক কমিটির মাসিক অর্গ্যান 'বল্‌শেভিক' আমরা নিয়মিত বাহির করিতে পারি। পার্টি কমরেড ও সিম্‌প্যাথাইজারদের মধ্যে 'বল্‌শেভিক' পাইবার যথেষ্ট আগ্রহ আছে। প্রত্যেক জেলাই 'বল্‌শেভিক' প্রচারের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া থাকেন। 'বল্‌শেভিকে'র দামও অধিকাংশ জেলাই মিটাইয়া দেন এবং তাহার জন্য দেরীও অন্য সাহিত্যের তুলনায় কম হয়। 'বল্‌শেভিক' বন্ধ হইয়া গেলে প্রাদেশিক কমিটির একটা আয়ের উপায় কমিয়া যাইবে; নিয়মিত বে-আইনী মাসিক অর্গ্যান বাহির করিয়া আমরা সাধারণভাবে যে প্রতিষ্ঠা ও প্রেস্‌টিজ অর্জ্জন করিয়াছিলাম তাহাও কমিয়া যাইবে। জনসাধারণের মধ্যে আমাদের রাজনীতি প্রচারের পরিমাণ ও সুবিধাও কিছু কমিয়া যাইবে।

কিন্তু তবুও আমরা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আপাততঃ **তিন মাসের জন্য 'বল্‌শেভিক' প্রকাশ স্থগিত রাখিলাম।** এবং প্রয়োজন হইলে উহা আরও বেশীদিন পর্য্যন্ত স্থগিত রাখা যাইবে। প্রাদেশিক কমিটির এই সিদ্ধান্তে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিরও সম্পূর্ণ সমর্থন আছে।

ক্ষুব্ধ হইয়া অনেক কমরেডই প্রশ্ন করিবেন, 'কেন?'

মাসিক অর্গ্যানের উপযোগী রাজনীতিক ও সাংগঠনিক যোগ্যতা নাই

কারণ নিয়মিত মাসিক অর্গ্যান বাহির করিবার ও পৌঁছাইয়া দিবার মত সংগঠন ও রাজনীতিক যোগ্যতা দুইই পার্টির প্রাদেশিক কমিটির নাই। এবং নিম্নতর কমিটিগুলিরও উহা পাইবার ও প্রচার করিবার উপযোগী সংগঠন ও রাজনীতিক যোগ্যতা নাই।

কথাটা প্রাদেশিক কমিটির পক্ষেও গৌরবের নহে, নিম্নতর ইউনিটগুলির পক্ষেও গৌরবের নহে। কিন্তু রূঢ় হইলেও কথাটা সত্য।

কেন?

(ক) সংগঠনই নাই

১। **প্রদেশ ও জেলার যোগাযোগ (কনট্যাক্ট) স্রেফ অদৃষ্টের উপর।** শুধু বল্‌শেভিক নয়, যে কোন পার্টি-সাহিত্য পাইতে হইলে প্রত্যেক ইউনিটের পক্ষে প্রাথমিক ও অপরিহার্য্য শর্ত্ত হইল প্রদেশের সহিত সম্পূর্ণ নিরাপদ, নিয়মিত ও কার্য্যকরী যোগাযোগ ব্যবস্থা। সত্য কথা বলিতে হইলে স্বীকার করিতে হয় যে,

সারা বাংলা দেশের মধ্যে এমন **একটিও** জেলা বা ইউনিট নাই যাহার সহিত প্রদেশের নিরাপদ যোগাযোগ আছে। এবং বেশীর ভাগ ইউনিটের সহিত কোন নিয়মিত যোগাযোগ নাই। কিন্তু তবুও প্রত্যেক ইউনিটই বল-শেভিক চান এবং প্রাদেশিক কমিটিও কোন রকমে দিতে পারিলেই দিতে প্রস্তুত!

ভয়াবহ দায়িত্বজ্ঞানহীনতা

সত্য বটে অনেক ইউনিট ও প্রদেশের মধ্যে কনট্যাক্ট প্লেস, কুরিয়ার (পত্রবাহক) প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে। কিন্তু সেই সব কণ্ট্যাক্ট ও কুরিয়ার সম্পূর্ণ নিরাপদ কিনা, তাহারা নিজেদের নিরাপত্তা ও পার্টির নিরাপত্তার জন্য সদা সতর্ক কিনা, নিরাপত্তার নিয়ম কানুন তাহারা পালন করে কিনা —সে সব বিষয়ে কোন ইউনিট অনুসন্ধান করেন না, তাহাদিগকে শিক্ষিত করেন না, এমন কি তাহাদের সম্বন্ধে প্রদেশের কাছে বিস্তারিত বিবরণ ও পরিচয় পাঠানোও প্রয়োজন মনে করেন না। অনেক সময় রাজনীতিজ্ঞানহীন পার্টির প্রতি সহানুভূতিশূন্য বা দায়িত্বজ্ঞানহীন; কণ্ট্যাক্ট ও কুরিয়ার ব্যবহার করিতে নিজেরা তো দ্বিধা করেনই না, পি, সি,কেও অম্লান বদনে তাহা ব্যবহার করিতে বলেন।

"চলে তো যাচ্ছে, ধরা তো পড়েনি"—এই কথা বলিয়াই সকলে বসিয়া থাকেন, ভাল যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য কেহ চেষ্টাও করেন না। কিন্তু, 'চলে যায়ও না, এবং ধরাও পড়ে'! সম্প্রতি দুইটি প্রধান প্রধান জেলা, যাদের সংযোগ ব্যবস্থা অন্যান্য জেলার তুলনায় অনেক ভাল ছিল, সেই দুইটি জেলার কুরিয়ারই ধরা পড়ে। এবং **ধরা পড়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পুলিসের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া তাহারা যাহা জানে সব ফাঁস করিয়া দেয়।** উহার মধ্যে একটি জেলার কুরিয়ার জেলা বা প্রদেশ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতনা, তাই রক্ষা, সে শুধু দুই একটি লোক ও জায়গা ফাঁস করিয়া দেয় এবং সেই সব লোকও গ্রেপ্তার হয়, সেই সব জায়গা নষ্ট হয়। আর একটি জেলার কুরিয়ার প্রদেশ সম্বন্ধে কিছু না জানিলেও, জেলা সম্বন্ধে অনেক কিছু জানিত এবং সে সমস্তই ফাঁস করিয়া দেয়। ফলে সে জেলার সমস্ত ডেন মারা পড়িয়াছে, বহু কমরেড ও কুরিয়ার মারা পড়িয়াছে—সে জেলাই বর্দ্ধমানের মত ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

"আমাদের জেলায় ধরা পড়িলেও কেহ কিছু বলিবে না"—এই কথা ভাবিয়া উটপাখীর মত বালুতে মাথা গুঁজিয়া শত্রুর তীরের অপেক্ষা করিবেন না। ভাল করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন আপনার ইউনিটের অবস্থা **আরও খারাপ।** এই দুই জেলার যাহারা কুরিয়ার ছিল তাহারা অনেক দিন পার্টির সহিত কাজ করিতেছিল, পার্টির জন্য আগে কিছু কিছু দুঃখ কষ্টও সহ্য করিয়াছিল, প্রায় পার্টি কমরেড হইয়া উঠিয়াছিল। অথচ ইহাদিগের অসাবধানতার সুযোগ লইয়া পুলিস ইহাদের ধরিয়া ফেলিতে পারিল এবং শুধু তাহাই নহে, ইহাদিগকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া ইউ, জি ডেন এবং অন্যান্য লোককেও নষ্ট করিতে পারিল। অধিকাংশ জেলার কণ্ট্যাক্ট প্লেস, কুরিয়ার ইত্যাদি ইহার চেয়ে অনেক খারাপ। পার্টির প্রতি কোন সহানুভূতি নাই, বিশেষ কোন ধারণা বা আগ্রহ নাই, বিশেষ কোন সাহসিকতার প্রমাণ নাই এমন লোক দিয়াই অধিকাংশ ইউনিটের সংযোগ রক্ষা হয়। একবারও তাঁহারা ভাবেন না যে, এই সব লোক পুলিসের কাছে পরিচিত বা দায়িত্বজ্ঞানহীন বা ভীতু বা অসতর্ক বা বাচাল হইলে পুলিসের নজরে পড়িবে এবং তাহাদের অনুসরণ করিয়া বা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া পুলিস অনায়াসে ইউনিট ও পি, সি, দুইয়েরই মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিতে পারিবে। উপরের দুই জেলার কুরিয়ারই যদি এইরূপ অসাবধান ও ভীরু প্রমাণিত হইল তো আপনার জেলার ব্যবস্থাও যে কোন দিন ধরা পড়িতে পারে ও ভাঙ্গিতে পারে। আমাদেরই অন্য ইউনিটের অভিজ্ঞতা হইতেও কি আমরা সাবধান হইব না?

তারপর নিয়মিত ও সময়ানুবর্ত্তী সংযোগের ব্যবস্থাও কেহ বড় করেন না, অর্থাৎ, এই যোগাযোগ যে আমাদের রাজনীতিরও বাহন তাহা বোঝেন না। সাময়িক পার্টি সাহিত্য, সাকুলার প্রভৃতি সময়ে না পাইলে পার্টি ক্যাডাররা সাময়িক রাজনীতিক শ্লোগানগুলি বুঝিবেই বা কিরূপে, বুঝাইবেই বা কিরূপে? মনে করুন, বাংলায় মন্ত্রীত্ব-সঙ্কট সম্বন্ধে পার্টির কর্ত্তব্য কি সে বিষয়ে রাজনীতিক পত্র বাহির হইল—অথচ বাহির হইবার একমাস দুইমাস পরে, মন্ত্রীত্ব-সঙ্কট মরিয়া ভূত হইবার পরে সেই সাহিত্য ইউনিটে পৌছিলে তাহা ইউনিটের কোন কাজে লাগিবে না, এবং ইউনিটও সময়ে কিছু নির্দেশ না পাইয়া ইতিমধ্যে এ সম্পর্কে অনেক কিছু ভুলচুক ও গোঁজামিল দিয়া বসিয়া থাকিতে পারে। তাহাতে পার্টির রাজনীতিক প্রভাব নষ্ট হইবে।

অথচ নিরাপদ কণ্ট্যাক্ট ও কুরিয়ার এবং নিয়মিত সংযোগ সম্বন্ধে কোন ইউনিটের কোন ভাবনা দেখা যায় না ইহাতে তাঁহারা নিজেদের ছাড়া পি, সি-কেও যে মারিতেছেন তাহাতেও ভ্রুক্ষেপ নাই। আর পার্টির কমরেড সাধারণ মনে করেন, তাঁহাদের তো এ বিষয়ে কোন দায়িত্বই নাই—উহা ইউনিট সেক্রেটারী ও পি, সির ব্যাপার—তাহারা বুঝিবে! অথচ ইউনিট সেক্রেটারী নিরাপদ কণ্ট্যাক্ট ও কুরিয়ার কোথায় পাইবে যদি না ইউনিটের প্রত্যেক কমরেড তাঁহাদের জানা প্রত্যেকটি সম্ভব লোকের কথা সেক্রেটারীকে জানান এবং সেক্রেটারী তাহাদের মধ্য হইতে প্রয়োজন মত পরীক্ষা করিয়া বাছিয়া লইতে পারেন?

ইউনিটের সহিত সংযোগ ব্যবস্থা এত বিপদসঙ্কুল, এত অনিয়মিত তাহা জানিয়াও প্রাদেশিক কমিটি অন্ধের মত হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া সাহিত্য প্রভৃতি সরবরাহ করিয়া চলিয়াছেন—ইহা প্রাদেশিক কমিটিরও দায়িত্বজ্ঞানহীনতা ও রাজনীতিক অযোগ্যতার পরিচয়। কারণ, ইহার ফলে পার্টি সংগঠন গড়িয়া তো উঠিতেছেই না বরং যেখানে যাহা সংগঠন আছে (যেমন পূর্ব্বোক্ত দুইটি জেলায়) তাহাও শত্রুর কাছে অনাবৃত হইয়া পড়িয়া ধ্বংস হইতেছে। সাহিত্য-প্রাপ্তির সংযোগ ব্যবস্থার দুর্ব্বলতা শুধু ঐ ব্যবস্থাকেই নষ্ট করিতেছে না, উহার মধ্য দিয়া শত্রুরা পার্টির গোপন কেন্দ্রেরও সন্ধান পাইতেছে এবং পার্টিকেই ধ্বংস করিয়া দিতেছে। পার্টির এই দুরবস্থায় সাহিত্য-বিক্রয়ের লোভে বা খবর পাইবার লোভে, এই স্রোতেই গা ভাসাইয়া চলার অর্থ প্রাদেশিক কমিটিও পার্টিকে গড়িয়া তোলার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে পারেন নাই, দুর্ব্বল সংযোগের স্থায় দুষ্ট ক্ষতগুলিকে একেবারে কাটিয়া ফেলিয়া সুস্থ হইবার পথে চলিতে পারে নাই।

নিরাপদ সংযোগ নহিলে মার্চ্চ হইতে সমস্ত বন্ধ

তাই নিজেদের ও ইউনিটগুলির দোষ বিচার করিয়া প্রাদেশিক কমিটি ঠিক করিয়াছেন যে:

ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে টেক্ সাকুলার নং ১-এর নির্দ্দেশ মত পাকাপোক্ত কণ্ট্যাক্ট ও কুরিয়ার ব্যবস্থা মাসে অন্ততঃ একবার করিয়া না করিতে পারিলে—সে ইউনিটের সঙ্গে মার্চ্চ হইতে আর কোন সংস্রব রাখা হইবেনা।

[বিঃ দ্রঃ—একটি জেলা আগের মত অসাবধান ও দায়িত্বজ্ঞান-হীন লোক দিয়া সংযোগ ব্যবস্থা করার ফলে তাহাদের একজন কুরিয়ার উপরোক্ত টেক সার্কুলার নং ১ সহ ধরা পড়ে। ইহা হইতে শিক্ষালাভ করুন—আপনার জেলায়ও ধরা পড়ার আশঙ্কা সমানই, শুধু অদৃষ্টের জোরে আজও টিঁকিয়া আছেন। কণ্ট্যাক্ট সম্বন্ধে ঐ সার্কুলারের চাইতেও ভাল ও পরিবর্ত্তিত ব্যবস্থা করা হইতেছে, শীঘ্রই জানিতে পারিবেন। আপাততঃ কণ্ট্যাক্ট ও কুরিয়ার সম্বন্ধে শতগুণ সতর্ক হউন, এবং সকল বিবরণ প্রদেশে পাঠান।]

মার্চ্চের আগে সাহিত্য বিলির পূর্ণ সংগঠন চাই

২। পার্টি-সাহিত্য পাইবার দ্বিতীয় অপরিহার্য্য শর্ত্ত **নিজ নিজ ইউনিটে লিটারেচার জমা রাখিবার এবং বিলি ও দাম আদায় করিবার সম্পূর্ণ গোপন ও নিরাপদ ব্যবস্থা।**

শুধু বলশেভিক কেন, যে কোন পার্টি সাহিত্য প্রকাশ ও প্রচার করিতে হইলে তাহার উপযুক্ত সংগঠন আগে গড়া প্রয়োজন। উহাতে নিয়মিতভাবে ও নিরাপদে পার্টির রাজনীতি প্রচার হয়, আবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ সংগঠনের মধ্য দিয়া পার্টি সংগঠন গড়িয়া উঠে। কিরূপে? মনে করুন সাহিত্য পাওয়ার জন্য আপনি প্রদেশের সহিত নিরাপদ ও নিয়মিত সংযোগ করিলেন। সেই সংযোগের মধ্য দিয়াই আপনি পার্টির সহিত অন্য সকল প্রকার সংযোগ রাখিতে পারিলেন, যে সব কণ্ট্যাক্ট ও কুরিয়ার ইহার জন্য শিক্ষিত হইল, তাহাদের অভিজ্ঞতা হইতে অন্যেরা শিখিতে পারিল, নিয়মিত পার্টির সাহিত্য ও নির্দ্দেশ হইতে আপনার পার্টি ক্যাডার মিলিট্যাণ্টরা শিক্ষিত হইল, জনগণের মধ্যে আপনার রাজনীতিক প্রভাব,প্রতিপত্তি বাড়াইতে পারিল। আবার ধরুন, আপনি নিরাপদে ও নিয়মিতভাবে ক্রেতাদের সাহিত্য যোগাইতেছেন। তাহাতে প্রথমতঃ ক্রেতাদের পার্টির প্রতি বিশ্বাস ও আনুগত্য বাড়িল, তাহারা আবার নূতন ক্রেতা আনিয়া দিল, কেহ বা পার্টিকে অর্থ সাহায্য করিল।

দ্বিতীয়তঃ সাহিত্য নিরাপদে পাওয়া ও পড়ার জন্য অগ্রণী হইয়া তাহাদের কাহাকেই হয়তো কিছুটা কাজ করিতে হইল, তাহারা পার্টির সাংগঠনিক কায়দা ও নিয়মে অবহিত হইল, অর্থাৎ পার্টির সাংগঠনিক শৃঙ্খলার মধ্যে আস্তে আস্তে আসিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে তাহাদের কেহ ডাম্প হইল, কেহ সেন্টার হইল, কেহ বা সাহিত্য বিলির সব কাজটাই করিল। পরে তাহাদের আরও দায়িত্বশীল কাজে দেওয়া যায়। এই ক্রেতারাই তো আমাদের সিম্প্যাথাইজার, এমনি করিয়া ইহাদের মধ্য হইতেই সক্রিয় পার্টি কর্মী গড়িয়া উঠিল, অর্থাৎ পার্টি গড়িয়া উঠিল।

কিন্তু ইহা তো দূরের কথা! কিরূপ লোকের কাছে সাহিত্য বিক্রয় করা হয়, কি ভাবে সাহিত্য জমা রাখা হয়, কি ভাবে বিলি করা ও দাম আদায় করা হয়—ইত্যাদি বিষয়ে কোন ইউনিট আজ পর্য্যন্ত কোন রিপোর্ট করাও প্রয়োজন মনে করেন নাই! আমরা ক্রেতা ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা সম্বন্ধেই যদি সচেতন না থাকিলাম তো নিরাপদে বিক্রয়ই বা কিরূপে করিব, ক্রেতাদিগকে আস্তে আস্তে পার্টি সংগঠনের মধ্যেই বা কিরূপে লইয়া আসিব? অনেক ইউনিট দাম পাইলে যে-কোন লোককে পার্টি সাহিত্য বিক্রয় করেন—সে লোক এ সম্বন্ধে গল্প করিবে কিনা, তাহাতে বিক্রেতার পরিচয় ও বিক্রয় ব্যবস্থা পাঁচ কান হইতে পুলিসের কানে গিয়া পৌছিবে কিনা ইত্যাদি কথা বিচার করেন না। বলিলে বলেন, এরূপ না হইলে বিক্রয় বাড়িবে কিরূপে, দাম পাওয়া যাইবে কিরূপে?

এরূপ বিক্রয় বা দামে আমাদের প্রয়োজন নাই। বিক্রয়ের ফলে সংগঠন গড়িয়া তোলাই আমাদের কাজ, পয়সার আশায় সংগঠনকে অনাবৃত করা পাগলামি মাত্র।

সাহিত্য-বিলির সংগঠন কি?

জেলাতে সাহিত্য কোথায় রাখা হয়, সেখান হইতে অন্য ইউনিটে কি ভাবে যায়, ইউনিটের কিরূপ ডাম্প আছে, কে কে ও কি ভাবে বিলি ও দাম আদায় করে, কি রকম ক্রেতাকে দেওয়া হয়, তাহারা কি ভাবে লয়, ও রাখে—এ সব সম্বন্ধেও কোনি ইউনিট কখনো খবর দেন না। অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, খবর দেওয়ার মত বিশেষ কিছু নাই বলিয়াই খবর দেন না। অনেক ক্ষেত্রে পুলিসের জানা কমরেডরাই পত্রিকা বিলি করেন (এবং করিতে যাইয়া ধরাও পড়েন); ক্রেতারা নিয়মকানুনের ধার ধারেন না। কে দিল গল্প করিয়া বেড়ান; ডাম্প টাম্পের বালাই নাই, ইউ, জি, ডেনেই রাখা হয় ও সেখান হইতেই সরবরাহ করা হয়।

ডেনই প্রত্যেক কেন্দ্রে পার্টির মর্ম্মস্থল—সেখানে শত্রুর আঘাত লাগিলে পার্টির প্রধান প্রধান পরিচালক মারা পড়িবে, সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেকের সম্বন্ধে শত্রুরা সন্ধান পাইবে, কি ভাবে আণ্ডার গ্রাউণ্ড সংগঠনের কাজ চালানো হয় তাহাও ধরিয়া ফেলিতে পারিবে। অর্থাৎ গোপন কেন্দ্র মারা যাওয়ার মানে ইউনিটের মৃত্যু—অন্ততঃ অনেক দিনের জন্য। এরূপ অবস্থায় ডেন হইতে সাহিত্য সরবরাহ করার কথা কল্পনায়ও আনা যায় কি? তাহা তো যায়ই না, পরোক্ষে ডেনের সন্ধান পাইতে পারে এরূপ কিছুও কখনই করা চলে না। এমন কি, ডাম্প হইতে সাহিত্য সরবরাহও যদি পুলিসের কাছে অল্প চেনা কেহ করে, তো তাহার সূত্রে পুলিস ডাম্পে পৌছিতে পারে এবং সেখান হইতে ডেনে পৌছিতে পারে।

কাজেই সাহিত্য বিলির সংগঠন **সম্পূর্ণ আলাদা** করিতে হইবে। উহার ডাম্প, উহার বিলি-কারক ইত্যাদি সম্পূর্ণ পুলিসের অচেনা লোক হইতে হইবে এবং ঐ সব লোক ও ডাম্প দিয়া পার্টির অন্য কোন কাজ করানো চলিবে না। মাসে একবার বা দু'বার এইটুকু কাজ করিবে এরূপ সাময়িক অথচ অচেনা কর্ম্মী বাহির করা মোটেই শক্ত নয়।

এতদিনকার মত চোখ বুজিয়া চলিলে আর পার্টি সাহিত্য দেওয়া চলিবে না, কারণ তাহাতে ইউনিট মারা পড়িবে। নিরাপদ ডাম্প প্রত্যেক ইউনিটেরই চাই, অজানা বিলিকারী চাই। ক্রেতাদিগকে সাবধানতার নিয়মকানুন সম্বন্ধে বিলিকারারীরা শিক্ষিত করিবে, তাহাদিগকে রাজনীতি ও সংগঠনগত আলোচনা দ্বারা পার্টির আরও কাছে টানিয়া আনিবে, ক্রমে ক্রমে বিতরণের কাজ এবং সেখান হইতে পার্টির অন্য কাজে বদলি করিবার চেষ্টা করিবে। যাহাকে তাহাকে সাহিত্য দেওয়া চলিবে না। যে-লোক সিমপ্যাথাইজার, যাহাকে বিশ্বাস করা যায়, যে এ সম্বন্ধে যেখানে সেখানে গল্প করিবে না, অগ্রিম দাম দিবে, সাবধানতার সমস্ত নিয়ম মানিবে, পুলিসে ধরিলেও কে দিয়াছে তাহা ফাঁস করিবে না—এরূপ লোককেই দেওয়া যায়।

এই বিষয়ে বিশেষ বিবরণ ও নির্দ্দেশ "সাহিত্য বিক্রয় সংগঠন" নামে টেক্ সার্কুলার নং ৫-এ দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক ইউনিটের টেক্ বিভাগকে উহার অনুযায়ী খবর প্রদেশে এখনি জানাইতে হইবে—**এবং তিন মাসের মধ্যে উহার মত করিয়া সাহিত্য বিক্রয়ের সংগঠন গড়িতে হইবে।** নহিলে তিন মাস পরে সেই ইউনিটকে আর সাহিত্য দেওয়া চলিবে না।

সাহিত্য তহবিল সংগঠনের অঙ্গ

৩। ভবিষ্যতে পার্টি সাহিত্য পাইবার তৃতীয় অপরিহার্য্য শর্ত্ত **প্রত্যেক ইউনিটের মজুদ সাহিত্য তহবিল চাই,** যাহাতে এক সঙ্গে সমস্ত সাহিত্যের অর্ডার ও অগ্রিম দাম দেওয়া যায়।

নগদ ছাড়া কেন্দ্রীয় সাহিত্য দেওয়া হইবে না, এই নিয়ম করিবার পর হইতে বাধ্য হইয়া অধিকাংশ ইউনিটকেই নগদ দাম দিয়া কিনিতে হইতেছে বটে, কিন্তু এখনও ইহাকে সকলে জবরদস্তি বলিয়াই মনে করেন। অর্থাৎ নগদ বা অগ্রিম দাম দেওয়ার মধ্যে পার্টি সংগঠনের উন্নতি তথা পার্টি গড়ার যে সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহা আজও কেহ বুঝিয়া উঠেন নাই। কাজেই কেন্দ্রীয় সাহিত্যের দামও তাঁহারা যখন যেমন পারেন যোগাড় করিয়া পাঠান; স্থায়ী সাহিত্য তহবিল গঠন করিয়া সাহিত্য তথা পার্টি সংগঠনের একটা জরুরী অঙ্গ গড়িয়া তুলিবার শিক্ষা আজও কাহারও হইল না। অথচ সাহিত্য তহবিল জমা থাকিলে তবেই আমরা প্রত্যেক মাসে নির্দ্দিষ্ট ও ক্রমবর্দ্ধমান পরিমাণে সাহিত্য অর্ডার দিতে পারি, তাহাতে কেন্দ্র বুঝিতে পারে কত ছাপিতে হইবে, অযথা অপব্যয় হয় না। এবং প্রত্যেক মাসে কত টাকা নিশ্চয় পাইবে তাহা আগে বুঝিতে পারিলে তবেই খরচ পত্রের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে পারে। ইউনিটও অর্ডার পড়িতেছে কি বাড়িতেছে তা সহজে বুঝিতে পারে এবং নূতন ক্রেতা বাহির করিবার তাগিদ হয়।

এই তো গেল কেন্দ্রীয় সাহিত্যের কথা। প্রাদেশিক সাহিত্যের জন্য অগ্রিম দাম দেওয়ার কথা কোন ইউনিট স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন না। অগ্রিম দাম চুলায় যাক, মাসে মাসে প্রাপ্ত সাহিত্যের দামও কেহ দেন না। সাহিত্য দয়া করিয়া লইয়া ও পড়িয়া পার্টির যথেষ্ট উপকার করিতেছি—তাহার আবার দাম চাওয়া কেন!—অধিকাংশ ইউনিটের মনোভাব ও ব্যবস্থাটা এই রকমই।

সাহিত্যের অর্দ্ধেক দামই পাওয়া যায় না!

আমরা একটুও বাড়াইয়া বলিতেছি না। সাহিত্যের অগ্রিম কিংবা নগদ দাম দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এবং সাহিত্য তহবিল অবিলম্বে গঠন করা সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক কমিটি হইতে বহু লেখা, নির্দ্দেশ ও সার্কুলার বাহির হইয়াছে, কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা! আজ দুই বৎসরে সারা বাংলায় মাত্র একটি ইউনিট সাহিত্য তহবিল গঠন করিয়াছে এবং প্রাদেশিক সাহিত্যের স্থায়ী অর্ডার ও অগ্রিম দাম দিয়াছে। তাহা ছাড়া আর কোন ইউনিট সাহিত্য তহবিল করে নাই এবং অগ্রিম দাম দূরে থাক, ৩।৪ মাসেও সাহিত্যর দাম মিটায় নাই। আমরা হিসাব করিয়া দেখিলাম যে, **এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর এই নয় মাসের মধ্যে যেইউনিট সব চেয়ে বেশী সাহিত্যের দাম দিয়াছে তাহারও তিন মাসের সাহিত্যের দাম বাকী আছে—এবং ইহা ছাড়া অধিকাংশ ইউনিটেরই নয় মাসের মধ্যে ছয় মাসের দামই বাকী আছে।** অর্থাৎ প্রদেশ হইতে প্রাপ্ত সাহিত্যের শতকরা ৩৩ হইতে ৬৬ ভাগ পর্য্যন্ত সাহিত্যের দাম ইউনিটেরা দেন না।

এই হিসাব হইতে কি প্রকাশ পাইতেছে? প্রকাশ পাইতেছে যে, পার্টির কমরেডরা পার্টির রাজনীতি অপেক্ষা বুর্জোয়া রাজনীতিরই বেশী ভক্ত! কেন? অধিকাংশ কমরেডই বুর্জোয়া সংবাদপত্র, পুস্তক ইত্যাদি পড়েন এবং তাহার দাম অন্ততঃ মাসে মাসে শোধ করিতে হয়। দোকান হইতে তাঁহারা প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কিনেন, তাহার দামও নগদ কিংবা মাসে মাসে মিটাইতে হয়। কিন্তু পার্টির সাহিত্যের প্রতি তাঁহাদের সেটুকু মমতাও নাই। তাঁহারা পার্টি সাহিত্যের দাম ছ মাস পর্য্যন্ত দেন না এবং তাহাতে একটুও লজ্জা অনুভব করেন না! যে ইউনিট ছয় মাসেও সাহিত্যেরই দাম মিটাইতে পারে না সে পার্টির অন্য কোন কাজ করিতেছে বা করিতে পারিবে বলিলে, সে মিথ্যা কথা বলিতেছে কিংবা আত্ম-

প্রবঞ্চনা করিতেছে। মে-ডে ফাণ্ডের আড়াই হাজার টাকা কেন্দ্রীয় সাহিত্যের জন্য প্রাদেশিক লিটারেচার ফাণ্ড করিতে ও অন্যান্য জরুরী ব্যাপারে খরচ হইয়া গিয়াছে। প্রাদেশিক কমিটির কোন জমিদারি বা কোম্পানীর কাগজ বা ধারে জিনিষ পাইবার ব্যবস্থা নাই এবং ইউনিটগুলি যখন সাহিত্যেরই দাম দেয়না, তখন মাসিক চাঁদা কত উঠে তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারেন। অথচ সাহিত্য প্রকাশের জন্য সব জিনিষের দাম অগ্নিমূল্য ও সে মূল্য নগদ দিতে হয়। সুতরাং আমাদের হাতে এমন কিছু টাকা নাই যে, এক মাসের দাম না পাইয়া আর এক মাসের সাহিত্য বাহির করিতে পারি। দ্বিতীয়তঃ, তিন চার মাসের মাল মশলা অগ্রিম কিনিয়া রাখিতে না পারিলে সাহিত্য প্রকাশের, বিশেষ করিয়া বলশেভিক প্রকাশের সময় নির্দ্দিষ্ট করা যায় না। তাহার উপর যখন তখন বা মন ঘন মাল-মশলা কেনা-নেওয়া নিরাপত্তার পক্ষে খুবই বিপজ্জনক। এ অবস্থায় ভবিষ্যতে সাহিত্য তহবিল, স্থায়ী অর্ডার ও অগ্রিম দাম নহিলে কি কেন্দ্রীয় ও কি প্রাদেশিক কোন সাহিত্যই দেওয়া চলিতে পারে না।

কিরূপ সাহিত্য তহবিল চাই ও কিরূপে সংগ্রহ করিবে

ইউনিটের পক্ষে অগ্রিম দাম আদায় করিয়া রাখা নিজের নিরাপত্তার দিক হইতেও সুবিধাজনক। দামের জন্য যত বেশী বার ক্রেতার কাছে তাগাদা দিতে যাইতে হইবে, বিপদের আশঙ্কা ততই বেশী। এইরূপ সাহিত্য তহবিল গঠন করাও তেমন বেশী শক্ত নয়। প্রথমবার এইরূপভাবে করা যাইতে পারে :—

মোট কতজন বিক্রয়যোগ্য বিশ্বাসী ক্রেতা আছে তাহার মোটামুটি হিসাব কর—ধর ২০ জন হইল। সেন্ট্রাল কমিটির সাহিত্য বাহির হয় মাসে প্রায় ১২ আনার, প্রাদেশিকেরও প্রায় ১২ আনার, মোট মাসে দেড় টাকা। ২০ জনের ১৷৷০ টাকা হিসাবে ৩০ টাকা—প্রথম মাসে নিজেদের ও সিমপ্যাথাইজারদের কাছে চাঁদা তুলিয়া অর্ডারসহ প্রদেশের কাছে পাঠাও এবং সাহিত্য পাইলে ক্রেতার কাছে গিয়া সাহিত্য তহবিলের প্রয়োজনীয়তা, বার বার দামের জন্য তাহার কাছে আসার ইউনিট ও তাহার নিজের বিপদ ইত্যাদি সমস্ত বুঝাও, বুঝাইয়া বল যে, এবার ২ বারের দাম একসঙ্গে দিলে তবে সাহিত্য পাইবে, কারণ একটা দাম সাহিত্য তহবিল হিসাবে সামনের বারের জন্য জমা থাকিবে, অর্থাৎ এবার তাহাকে ৩৲ দিতে হইবে (অবশ্য সে যদি শুধু কেন্দ্রীয় বা শুধু প্রাদেশিক সাহিত্যের ক্রেতা হয় তাহা হইলে ১৷৷০ টাকা)। এবং পরের বার হইতে ভবিষ্যতে প্রত্যেকবার সাহিত্য পাইলেই তখনই (আর একবার যেন আনিতে না হয়) নগদ দাম দিতে হইবে, কারণ একবারের দাম বরাবরই সাহিত্য তহবিলে জমা থাকা চাই। ভাল করিয়া বুঝাইলে অধিকাংশ ক্রেতাই ইহাতে রাজী হইবে, কারণ তাহারা অধিকাংশই পার্টির সিমপ্যাথাইজার; ইহাতে পার্টির নিরাপত্তা, সংগঠন ও নিয়মিত সাহিত্য প্রকাশ উন্নত হইতেছে বুঝিতে পারিলেই তাহারা রাজী হইবে। আমাদের সিমপ্যাথাইজাররা পার্টিকে ভালবাসে, তাহারাই এক মাসের মধ্যে মে-ডে ফাণ্ডে ছ'হাজার টাকা তুলিয়া দেয় নাই কি? আর যে সব ক্রেতা পার্টি মেম্বর বা একটিভিস্ট তাহাদের উপর ও নিয়ম তো বাধ্যতামূলক—**প্রত্যেক মেম্বর ও একটিভিস্টকে সে যে-যে ভাষা পড়িতে জানে সেই সেই ভাষার সমস্ত সাহিত্য কিনিতেই হইবে।** সে নিজে নেহাৎ গরীব অবস্থার ফলে কিনিতে না পারিলেও অন্ততঃ একজন বিশ্বাসী ক্রেতাকে দিয়া কিনাইতে পারিবে, এই যোগ্যতা থাকিলে তবেই সে মেম্বর বা একটিভিস্ট হওয়ার যোগ্য। যে ইহার অন্যথা করিবে, ইউনিট হইতে তাহার দণ্ডবিধান করিতে হইবে।

[বিঃ দ্রঃ—সকল মেম্বর ও একটিভিস্ট সাহিত্য কিনিতেছে বলিয়া তাহাদের প্রত্যেককে, সাহিত্য রাখা সম্বন্ধে অত্যন্ত সতর্ক থাকিতে হইবে—বথা সম্ভব নিজের কাছে না রাখিয়া অন্যত্র রাখিতে হইবে, পুলিস আসিবার সম্ভাবনা হইলেই যাহাতে দ্রুত নষ্ট করিয়া দেওয়া যায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে ইত্যাদি। একজন কমরেডও যেন সাহিত্যসহ ধরা না পড়ে।]

ইহা ছাড়া যে সব ক্রেতা এইরূপ একবারে ৩৲ ও ভবিষ্যতে নগদ দাম দিতে অস্বীকার করিবে **তাহাকে পার্টি-সাহিত্য বিক্রয় করিও না,** কারণ সে পার্টির বন্ধু নয়, সে পার্টির শত্রু।

তহবিল জমা হইলে সম্পূর্ণ নিরাপদ কাহারও কাছে রাখ এবং কিছুতেই অন্য কোন কারণে সে টাকায় হাত দিও না।

পার্টি-সাহিত্য কেনা 'বাজার করা'র মত নয়

আজ পর্য্যন্ত একটী ছাড়া অন্য কোন ইউনিট সাহিত্য তহবিল জমা করেন নাই। এমন কি, কোন কোন সভ্য মাসে একবার একসঙ্গে সমস্ত সাহিত্যের অর্ডার দেওয়ার কষ্টও স্বীকার করিতে রাজী নন। যখনই খেয়াল হয় দু' আনা চার আনা পাঠাইয়া একটি বা দুটি সাহিত্যের অর্ডার দেন এবং সাপ্লাইয়ের সামান্য দেরী হইলে, বা দুই পয়সার হিসাবে গণ্ডগোল হইলে শাসাইয়া পাঠান যে, এরূপ হইলে ভবিষ্যতে আর তিনি পার্টি সাহিত্য কিনিবেন না। মাসে ত্রিশ দিন সাহিত্য সরবরাহ করিতে হইলে পুলিসের চোখে পড়িবার সম্ভাবনা কত বেশী এবং পার্টির সংযোগ-সাধনকারীদের উপর ইহা কতখানি জবরদস্তি তাহা তাঁহাদের মনে হয় না।

পার্টি-সাহিত্যের রাজনীতি ও সংগঠনের সহিত তথা পার্টির রাজনীতি ও সংগঠনের সহিত এরূপ সত্যের কোন সম্বন্ধ নাই, তাহা বলা বাহুল্য। ইঁহারা দোকান হইতে কাগজ কেনার মতই সাহিত্য কিনিতে চান এবং মনে করেন, সাহিত্য কিনিয়া সঙ্গে সঙ্গে পার্টিকেও কিনিয়া রাখিতেছেন। তরসার কথা যে এরূপ সত্যের সংখ্যা বেশী নয়।

সাহিত্য তহবিল নহিলে সাহিত্য পাওয়া বন্ধ

বিনা তহবিলে সাহিত্য সরবরাহ করিয়া প্রাদেশিক কমিটি পার্টি কমরেডদের সংগঠনগত দুর্ব্বলতাকেই বজায় রাখিতে সাহায্য করিতেছিলেন, কমরেডদের শিক্ষা ও সংগঠনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতেছিলেন। তাই এখন প্রাদেশিক কমিটি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে—

(১) এই মাস হইতেই সমস্ত ইউনিটকে প্রত্যেক মাসের মোটমাট কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সাহিত্যের অর্ডার অগ্রিম দাম সহ একবারেই দাখিল করিতে হইবে। তাহাতে বিক্রয় কমিলে ক্ষতি নাই। এবং পুরানো বাকী পাওনা এক মাসের মধ্যে শোধ করিতে হইবে। মোটমাট অর্ডারের পর হঠাৎ কাহারও কিছু দরকার হইলে তাহা দেওয়ার চেষ্টা করা হইবে, কিন্তু সে সম্বন্ধে কোন বাধ্য-বাধকতা নাই। **প্রাদেশিক সাহিত্যের দাম যে ইউনিট অগ্রিম দিবে না, সে মার্চ্চ মাস হইতে কেন্দ্রীয় সাহিত্যও পাইবে না** (অগ্রিম দাম দিলেও)।

(২) এখন হইতে তিন মাস অর্থাৎ ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে প্রত্যেক ইউনিটকে ক্রেতা পিছু ১৷৷০ হিসাবে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সাহিত্যের জন্য সম্মিলিত সাহিত্য তহবিল গঠন করিয়া উপরিতন কমিটিকে তাহার খরচ, সম্পূর্ণ হিসাব ও তৎসহ ক্রেতাদের বিবরণ জানাইতে হইবে। সেল লোকালকে, লোকাল জেলাকে ও জেলা প্রদেশকে জানাইবে। মার্চ্চ মাস হইতে জেলাগুলি এই সাহিত্য তহবিল হিসাব করিয়া প্রদেশে সাহিত্যের অর্ডার পাঠাইবে। **মার্চ্চ মাস হইতে, নগদ দাম দিলেও, কোন ইউনিট কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক সাহিত্য পাইবে না—যদি না সে জানাইতে পারে যে সেখানে উপযুক্ত পরিমাণ সাহিত্য তহবিল জমা হইয়াছে।**

(খ) রাজনীতিও নাই

উপরে সংযোগ, বিলি ও তহবিল সম্বন্ধে যে তিন-দফা অপরিহার্য্য শর্ত্তের কথা বলা হইয়াছে আজ পর্য্যন্ত প্রাদেশিক কমিটিই ভাল করিয়া তাহার তাৎপর্য্য অনুভব করিতে পারেন নাই এবং কোন ইউনিটও তাহা পূরণ করেন নাই। পূরণ করার প্রয়োজনও বোধ করেন নাই। অথচ মাসে মাসে বলশেভিক পাওয়ার ইচ্ছা তাঁহাদের আছে। অর্থাৎ পার্টির রাজনীতি ও সংগঠন কোন ইউনিটই আজও বুঝিতে পারেন নাই। এবং সেই জন্যই রাজনীতি ও সংগঠনের কথা না তুলিয়া তাঁহারা বুর্জোয়া-সুলভ মনোভাবে আজও বলশেভিকের মধ্য দিয়া উত্তেজনা-মূলক সস্তা এক্সিটেশনের খোরাক খুঁজিয়া বেড়ান, শিখিবার আগ্রহ নাই!

কমরেডদের কাছে কথাটা খুবই তীব্র খোঁচা বা খামেখাঁ রাঢ়াগালি বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু আমাদের সংগঠন আজ আত্ম-সন্তুষ্টির মরীচিকায় এমনই দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছে, নিজেদের দোষ ও দুর্ব্বলতা না দেখিয়া আমরা

পার্টি সংগঠনকে ধ্বংস করিবার পথে এমন অনিবার্য্য বেগে ভাসিয়া চলিয়াছে যে অতি নির্মম আত্ম-সমালোচনা, অতি তীব্র আঘাতে আমাদের আত্ম-সম্বিৎ ফিরাইয়া আনিতে হইবে। আমরা যে কিছুই বুঝি নাই ও কিছুই করি নাই তাহা কমিউনিস্টের মত করিয়া বুঝিতে পারিলে তবেই আমরা বাঁচিবার ও বাড়িবার পথ পাইব।

মূল রাজনীতি ও সংগঠন নীতিতে আস্থা নাই।

পার্টির রাজনীতি ও সংগঠন নীতির উপর আমাদের যে আস্থা নাই তাহার আরও প্রমাণ চান? আরও একটি উদাহরণ ধরুন—

বলশেভিক ২ হাজার কপি ছাপিলেও, এক মাসের মধ্যে উহা শেষ হইয়া যায়। অথচ জুলাই মাসে "পার্টি প্রোগ্রাম" ছাপা হইয়াছে, নভেম্বর পর্য্যন্ত পাঁচ মাসে কমরেডরা মাত্র ৪০০ কপি পার্টি প্রোগ্রাম কিনিয়াছেন। ঐ জুলাই মাসেই "পার্টি সংগঠন" সম্বন্ধে বাংলা পার্টি ট্রেনিং কোর্সও বাহির হইয়াছে। বিভিন্ন জেলা ও কমরেডদের কাছ হইতে পাঁচ মাসে মাত্র ৩০০ "পার্টি সংগঠন"-এর চাহিদা আসিয়াছে।

এই তুলনার রাজনীতিক গুরুত্ব প্রচণ্ড—ইহা হইতে আমরা ইউনিটগুলির রাজনীতিক অবস্থা বুঝিতে পারি। পার্টি সংগঠন সম্বন্ধে তাঁহাদের বিপ্লবী কর্তব্য সম্পাদন করা বিষয়ে তাঁহাদের চৈতন্য কতখানি তাহার আভাসও ইহাতেই পাওয়া যায়।

পার্টি প্রোগ্রাম পার্টির মূল ও বোধহয় সর্ব্বাধিক মূল্যবান দলিল এবং ইহার বিশ্লেষণ ও শ্লোগানের ভিত্তিতেই আমাদের রাজনীতি শিখিতে হইবে, সিমপ্যাথাইজার ও নিকটবর্ত্তী জনগণকে বুঝাইতে হইবে, তাহাদিগকে সংগঠিত করিতে হইবে। কাজেই প্রত্যেক পার্টি কমরেড ও সিমপ্যাথাইজার যদি সকলের আগে এই প্রোগ্রাম বুঝিতেন, আলোচনা করিতেন, মুখস্থ করিতেন তাহা হইলে আমরা বুঝিতাম যে পার্টি রাজনীতির উপর তাঁহাদের আস্থা আছে, পার্টি রাজনীতিকে তাঁহারা সমস্ত মন দিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং সমস্ত প্রাণ দিয়া কার্য্য-ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু ইহা যদি হইত তবে বলশেভিকের চাইতে পার্টি প্রোগ্রামের চাহিদাই অনেক বেশী হইত—পাঁচ মাসে অন্ততঃ পাঁচ হাজারের চাহিদা আসিত।

এবং পার্টি প্রোগ্রামের ভিত্তিতে আজিকার দিনে পার্টিকে সংগঠন করিবার আগ্রহ থাকিলে প্রত্যেক কমরেড ও সক্রিয় সিমপ্যাথাইজারই "পার্টি সংগঠন" বিষয়ের ট্রেনিং কোর্স এতদিনে কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিতেন ও সেই মতে সংগঠনে অগ্রসর হইতেন। কিন্তু পাঁচ মাসে মাত্র তিন-শত জন ইহা পড়িয়াছেন। ইহার পরও পার্টি যে প্রকৃত-রূপে সংগঠিত হইতেছে না তাহা আর বিচিত্র কি?

"পার্টি প্রোগ্রাম" ও "পার্টি সংগঠন" যুদ্ধের কঠোর বে-আইনী অবস্থার দিনে পার্টির মূল রাজনীতি ও মূল সংগঠন। ইহার প্রতি কমরেডদের আগ্রহ নাই; মানে পার্টির রাজনীতিতে কমরেডদের আগ্রহ নাই এবং কাজে কাজেই সংগঠন গড়িয়া তোলার কায়দা আয়ত্ত করিবার ইচ্ছা ও ভরসা নাই।

এখনও বুর্জোয়া রোমাঞ্চের ভক্ত

বলশেভিকেও পার্টির রাজনীতি ও সংগঠন বিষয়ে লেখা থাকে বটে, কিন্তু প্রোগ্রাম ও সংগঠনের চেয়ে অনেক কম ও অনেক অপটুভাবে। তবুও প্রোগ্রাম বা সংগঠন ফেলিয়া বলশেভিক পড়িবার আগ্রহের মধ্যে আমরা কি দেখিতে পাই? দেখিতে পাই যে, বলশেভিকের মধ্যে ক্ষণস্থায়ী উত্তেজনামূলক এজিটেশনের যে কথা ও খবরগুলি আছে সেইগুলি পড়িবার ও জানিবার জন্যই কমরেডদের আগ্রহ, রাজনীতিক ও সাংগঠনিক ইঙ্গিতগুলির দিকে বিশেষ নজর নাই।

বুর্জোয়া সংবাদপত্রে বুর্জোয়াদের কীর্ত্তিকলাপ সম্বন্ধে "রোমাঞ্চকর" সংবাদ বাহির হয়, উহা তাহাদের সংগ্রাম-বিমুখ, নিষ্ক্রিয় মনের চাটনী স্বরূপ। পার্টির সংবাদপত্রে জনগণের সংগ্রামের বীরত্বের উদাহরণ বাহির হয় রোমাঞ্চের জন্য নহে, তাহাদের বীরত্ব হইতে রাজনীতিক ও সাংগঠনিক শিক্ষা ও উদ্দীপনা লাভ করিবার জন্য। কিন্তু, সংগঠন ও রাজনীতির মূল শিক্ষা-পুস্তকগুলিকে অবহেলা করিয়া কমরেডদের যখন এই সব সংবাদ পড়িতেই অধিকতর আগ্রহশীল দেখা যায়, তখন স্বভাবতঃই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, এই সব কমরেডদের শ্রমিকশ্রেণীর রাজনীতির সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই, উঁহারা আজও সংগ্রাম-বিমুখ বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রভাবেই আছেন।

সস্তা এজিটেশনে থাকিয়া সংগঠনই বুঝিলাম না

যে উদাহরণ আমরা দিয়াছি তাহা খুবই সাধারণ। কিন্তু এই সামান্য সাধারণ উদাহরণ হইতেই দিনের আলোর মত পরিষ্কার হইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে এই মর্ম্মান্তিক সত্য যে, যুদ্ধের আগের দিনের মত আজও আমরা সহজ এজিটেশনের স্তরেই আছি। এত তীব্র আঘাত, এত কঠোর অভিজ্ঞতা, এত বিপর্য্যয় রাজনীতিক অবস্থা সত্ত্বেও আজও বুঝিতেই পারিলাম না সংগঠন গড়িয়া তোলার প্রয়োজন কতখানি—সংগঠন গড়ার কথা তো ছাড়িয়াই দিলাম!

বলশেভিক বা পার্টি সাহিত্যকে আমরা এজিটেশনের বাহন রূপেই মনে করিতেছি। মিটিং, জলুস, ইস্তাহার প্রভৃতির সাহায্যে আগে নিকটবর্ত্তী জনসাধারণকে আমাদের রাজনীতিতে টানিতাম, এখন বলশেভিক দেখাইয়া টানিতেছি। কিন্তু রাজনীতি প্রচার ছাড়া বলশেভিক বিতরণের জন্য ও উহার মধ্য দিয়াই যে একটা পার্টি সংগঠন গড়িয়া তোলা যায় ও গড়িতে হইবে—এবং এরূপ সংগঠন গড়িতে না পারিলে বলশেভিক বা পার্টি সাহিত্য প্রচার করিতে যাইয়া যেটুকু সংগঠন আছে তাহাও যে পুলিসের হাতে মারা পড়িতেছে তাহা আমরা একবার ভাবিয়াও দেখিতেছি না।

প্রাদেশিক কমিটির গলদ

যেখানে অধিকাংশ পার্টি ইউনিটের এই অবস্থা, সেখানে সংগঠনের এই সাধারণ রাজনীতিক ও সাংগঠনিক চৈতন্যহীনতা ও দুর্ব্বলতার জন্য পার্টির প্রাদেশিক কমিটিই দায়ী। প্রাদেশিক কমিটি আজ দুরন্ত লজ্জায় স্বীকার করিতেছে। আমরা আজ স্বীকার করিতেছি যে, বলশেভিক বাহির করার সস্তা উত্তেজনায় আমরা পার্টির সমস্ত ইউনিট ও কর্ম্মীদিগকে তাঁহাদের সংগঠনগত কর্ত্তব্য সম্বন্ধে শিক্ষিত ও অবহিত করিয়া তুলিতে পারি নাই এবং আমরা নিজেরাও সেই কর্ত্তব্য বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। ইউনিটের কাছে আমরা ঠিকভাবে শর্ত্ত উপস্থিতই করিতে পারি নাই, তো ইউনিট দিবে কি? যে দুর্ব্বলতা পার্টির কর্ম্মী সাধারণের মধ্যে, সে দুর্ব্বলতা প্রাদেশিক কমিটি হইতেই তাহাদের মধ্যে সংক্রামিত হইয়াছে। **এই দুর্ব্বলতা দূর করার জন্য আমরা আপাততঃ বলশেভিক স্থগিত রাখিলাম।**

বলশেভিক পার্টি প্রোপ্যাগ্যাণ্ডার বাহন—শুধু পার্টি কর্ম্মীদের মধ্যেই নয়, জনগণের মধ্যেও। আমরা বলশেভিক দিয়া জনগণের মধ্যে প্রবেশ করিতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু পার্টির কর্ম্মী ও ঘনিষ্ট সিমপ্যাথাইজারদের বর্ত্তমান যুগের সংগঠনের কঠোর দায়িত্ব সম্বন্ধে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে পারিলে তবেই সেই সংগঠনের মারফৎ ও বলশেভিকের সাহায্যে আমরা জনগণের মধ্যে পৌঁছিতে পারি। ঠিক সংগঠন গড়িবার আগেই বলশেভিক লইয়া দৌড়াইলে আমরা যে, পথেই সংগঠনকে খোয়াইব সে উপলব্ধি আমাদের হয় নাই। অনেক রক্তক্ষয় ও অনেক ইউনিটের শোচনীয় অপমৃত্যুর পর। তবে আমরা আজ বুঝিতে পারিতেছি যে, আগের কাজ আগে পরের কাজ পরে; আগে পার্টির মেম্বর ও ঘনিষ্ট সিমপ্যাথাইজারদের শিক্ষিত এবং পুলিস-প্রুফ করিয়া সংগঠিত কর, তারপরে জনগণের মধ্যে এজিটেশনের সাহিত্য প্রচার কর।

সংগঠন ও শিক্ষার বাহন—"পার্টি চিঠি"

এখন আমরা কি করিব? বলশেভিক বন্ধ রাখিয়া এমন পত্রিকা বাহির করিতেছি যাহা শুধু পার্টি মেম্বর ও ঘনিষ্ট সিমপ্যাথাইজারদের জন্য। উহাতে উত্তেজনার বস্তু না থাকিয়া সংগঠন ও রাজনীতি শিক্ষার বস্তু থাকিবে। **তাই প্রাদেশিক কমিটি স্থির করিয়াছেন যে, এখন হইতে প্রত্যেক মাসে এই "পার্টি চিঠি" বাহির হইবে।** উহার দাম প্রতি সংখ্যা চার আনা। উহাতে পার্টির টেক, পার্টির সংগঠন, কমরেডদের জন্য রাজনীতিক শিক্ষামূলক লেখা এবং চলতি রাজনীতি সম্বন্ধে পার্টির শ্লোগান—এই চার বিষয়েই লেখা থাকিবে। উহা হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া পার্টি মেম্বর ও সিমপ্যাথাইজারদিগকে, পার্টি টেক ও পার্টি সংগঠন গড়িতে হইবে। এবং বলশেভিক প্রকাশ ও প্রচারের যোগ্য হইতে হইবে। তাহার পর বলশেভিক।

প্রত্যেক পার্টি মেম্বর ও ইউনিটের দায়িত্ব "পার্টি চিঠির" একটি কপিও যেন পুলিসের হাতে না যায়। শুধু সদস্য ও ঘনিষ্ট সিমপ্যাথাইজার ছাড়া আর কাহাকেও উহা বিক্রয় করা চলিবে না। কারণ, উহাতে টেক ও সংগঠন

সম্পর্কে খবর থাকায় পুলিসের হাতে পড়িলে খুব ক্ষতি হইবে। এবং **প্রত্যেক পার্টি-মেম্বরকে এক কপি করিয়া কিনিতে হইবে, মন দিয়া পড়িতে হইবে, ইউনিটে আলোচনা করিতে হইবে এবং উহার ভিত্তিতে নিজ নিজ সংগঠন গড়িয়া তুলিতে হইবে।** এই নির্দেশ বাধ্যতামূলক। নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পার্টি-চিঠিতে লেখা পাঠাইবার জন্য আমরা প্রত্যেক কমরেডকে অনুরোধ করিতেছি। ইউনিটগুলি যেন অন্ততঃ প্রত্যেক সাংগঠনিক ও টেক দুর্বলতার ও কৃতিত্বের ঘটনাগুলির পূর্ণ বিবরণ পাঠান, তাহা হইতে আমরা অনেক শিখিতে পারিব ও চিঠিতে দিতে পারিব।

মাসিক রাজনীতির জন্য "মাসিক পত্র"

কিন্তু তাই বলিয়া মাসিক রাজনীতি পর্য্যালোচনা, যুদ্ধের গতি নির্ণয় ও মাসিক রাজনীতি সম্বন্ধে পার্টির স্লোগান প্রকাশ ও প্রচার বাদ দেওয়া যায় না, কারণ তাহাতে পার্টির রাজনীতিক অস্তিত্বই লোপ পাইবে। এই জন্য প্রত্যেক মাসে যুদ্ধের গতি ও মাসিক রাজনীতিক ঘটনার গতি বিচার করিয়া বলশেভিক সাইজের আট পেজী একটি "মাসিক পত্র" বাহির হইবে, উহার দাম হইবে প্রতি সংখ্যা দুই আনা। উহা একটু বেশী সংখ্যায় বাহির হইবে, যে কোন নির্ভরযোগ্য সিমপ্যাথাইজারকে উহা দেওয়া চলিবে।

ইহা ছাড়া বিশেষ বিশেষ রাজনীতিক সমস্যায় মাসে দু'বার যেমন প্রাদেশিক রাজনীতিক পত্র বাহির হয় তেমনই বাহির হইবে, এবং ইহা ছাড়া শিক্ষামূলক পুস্তিকা, কেন্দ্রীয় কমিটির পুস্তিকার অনুবাদ ইত্যাদি যেমন সময় মত বাহির হয় তাহাও মাসে প্রায় দুইখানি করিয়া বাহির হইবে।

সাহিত্য বিক্রয়ের আয় আরও বাড়াইতে হইবে

কমরেডস্! বলশেভিক বন্ধ হইয়া গেলে পার্টির আয় কমিয়া যাইবে বলিয়া বিচলিত হইবেন না। যদি উহাতে আয় কমেও, তবুও আয়ের আশায় পার্টি সংগঠনকে তো জলাঞ্জলি দেওয়া যায় না! দ্বিতীয়তঃ, বলশেভিক বন্ধ হইলেই আয় কমিবে কেন? মাসে মাসে মোট প্রকাশিত সাহিত্যের পরিমাণ ও মূল্য তো আগের চাইতেও বাড়িতেছে। সাহিত্য তহবিল করিয়া তাহার প্রত্যেকটির দাম যদি আমরা অগ্রিম তুলিয়া নিতে পারি তাহা হইলে প্রায় বাড়িয়াই যায়। আর উপযুক্ত ও নিরাপদ সংগঠন গড়িয়া সময়, মত ও নিরাপদে যদি প্রত্যেকের হাতে আমরা মাসে মাসে সাহিত্য পৌছাইয়া দিতে পারি তাহাতে কিনিবার আগ্রহ বাড়িবে, ক্রেতার সংখ্যা বাড়িবে, নিয়মিত দাম আদায়ে সুবিধা হইবে। অনেকে বলিবেন, যাহাকে তাহাকে বিক্রয় করিতে না পারিলে ক্রেতার সংখ্যা তো পড়িয়া যাইবে। কেন? আমাদের মোট যত মেম্বর ও একটিভিস্ট আছেন, আজ পর্য্যন্ত বিক্রীত মাসিক সাহিত্যের সংখ্যা তাহার চেয়ে কম। অনেক মেম্বর ও একটিভিস্ট সাহিত্য কেনেন না বা নিজে না কিনিয়া যাহাকে-তাহাকে গছাইবার চেষ্টা করেন, তাহাতেই কম হয়। ইহা আর চলিবে না। **প্রত্যেক মেম্বর ও একটিভিস্টকে যে-যে ভাষা জানেন সেই ভাষার প্রত্যেকটি সাহিত্য কিনিতেই হইবে।** এবং যিনি এতই গরীব যে নিতান্ত অপরাগ হইবেন তিনি অন্ততঃ একজন সম্পূর্ণ বিশ্বাসী ক্রেতার কাছ হইতে দামটা আদায় করিয়া আনিতে পারিবেন। এই যোগ্যতা থাকিলে তবেই তিনি মেম্বর বা একটিভিস্ট। তাহা হইলে এখনকার চাইতেও বেশী সাহিত্য বিক্রয় হইবে। আয় না কমিয়া বাড়িয়া যাইবে। আসলে এই পদ্ধতিতে বিক্রয় বিশেষ কমিবে না, কিন্তু আগের চেয়ে বেশী সংগঠিত ও দায়িত্বশীলভাবে বিক্রয় করিতে হইবে। সাহিত্য কেনার নির্দেশ মেম্বর ও একটিভিস্টদের পক্ষে বাধ্যতামূলক। অন্যথা করিলে ইউনিট হইতে দণ্ড দিতে হইবে।

"তিন মাস পরে বলশেভিক বাহির করিবই"

যদি কোন ইউনিট মনে করেন যে, 'বলশেভিক বন্ধ হইল, বাঁচা গেল, বিক্রয়ের দায় হইতে রেহাই পাইলাম'—তো সে ইউনিট কমিউনিস্ট পার্টির ইউনিট নয়। দুঃখের কথা যে, এইরূপ ইউনিট আমাদের খুব কমই আছে।

যাহারা কমিউনিস্ট, 'বলশেভিক' যে বন্ধ হইল একথা তাহাদের যেন ছুচের মত দিনরাত বিঁধিতে থাকে; অনবরত আমরা সকলে যেন মনে করি আমাদের সংগঠনের অযোগ্যতার জন্য বলশেভিক বন্ধ হইল, **সংগঠনকে মজবুত ভাবে গড়িয়া আবার আমরা বলশেভিক বাহির করিব।** তবেই আমরা বলশেভিক।

প্রতিজ্ঞা করুন, **তিন মাসের মধ্যে** বলশেভিক আমরা আবার বাহির করিব। আজই প্রত্যেক ইউনিট, প্রত্যেক সেল, প্রত্যেক লোকাল, প্রত্যেক ডি-সি আলোচনা করিয়া পূর্ব্ববর্ণিত তিন দফা শর্ত অনুযায়ী প্ল্যান করিয়া কাজ আরম্ভ করুন। এক মাস অন্তর হিসাব করুন :—

—প্রদেশ হইতে সাহিত্য পাইবার টেক্ কত মত নিরাপদ, নিয়মিত ও কার্য্যকরী ব্যবস্থা কতদূর হইল;

—সাহিত্যের ডাম্প ও বিলিকারী সবটা সংগ্রহ হইল কিনা;

—ডি-সি হইতে আরম্ভ করিয়া নীচের প্রত্যেকটি ইউনিটে সাহিত্য তহবিল হইয়াছে কিনা, উহাতে কত টাকা জমিয়াছে;

—নিজ নিজ এলাকার ক্রেতাদিগকে পরীক্ষা করিয়া লিস্ট করা হইয়াছে কিনা, ক্রেতা বাড়াইবার, ক্রেতাদিগকে শিক্ষিত করিবার চেষ্টা কতটা সফল হইল; ইত্যাদি।

প্রথম মাসের পরীক্ষায় যেটুকু কাজ বাকী থাকিবে, দ্বিতীয় মাসে সেটুকু পূরণ করিতে হইবে। দুই মাস পরে পরীক্ষার ফল প্রদেশে পাঠান, সেই সঙ্গে অর্ডারী সাহিত্যের পুরা অগ্রিম দাম পাঠান। পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক হইলে বলশেভিক তিন মাস পরে আবার বাহির হইবে।

সংগঠিত প্রতিষ্ঠাই বিপ্লবী প্রতিষ্ঠা

বলশেভিক বন্ধ করিলে সাধারণের মধ্যে আমাদের প্রতিষ্ঠা বা সুনাম কমিয়া যাইবে বলিয়া দুঃখ করিবেন না। লোকের মধ্যে আমাদের এই প্রতিষ্ঠা কেন? লোকে বলশেভিক দেখিয়া মনে করে যে, কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন, সমর্থন ও সঙ্গতি এত চমৎকার যে, তাহারা সাম্রাজ্যবাদের প্রচণ্ড নির্য্যাতন সত্ত্বেও মাসে মাসে এত বড় মাসিকপত্র এমন সুন্দর ছাপিয়া বাহির করে এবং নিরাপদে দূর দূরান্তরে লোকের হাতে পৌছাইয়া দেয়! কিন্তু সত্যই কি আমরা এই প্রতিষ্ঠার যোগ্য? না, সে সংগঠন ও সঙ্গতি আমরা আজও গড়িতে পারি নাই, শুধু ভাগ্যচক্রে আমরা বাঁচিয়া আছি ও লোকের কাছে বলশেভিক পৌছাইতেছি। ইহা এক হিসাবে লোককে ঠকানো নয় কি? যে-সংগঠন আমরা আজও গড়িয়া তুলি নাই, লোকের হাতে বলশেভিক দিয়া আমরা কি লোককে মিথ্যা ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছি না যে, সে-সংগঠন আমাদের আছে? শুধু লোককে ভুলাইতেছি না, নিজেরাও ভুলিতেছি। বলশেভিক পাইয়া ভাবিতেছি আমাদের সংগঠন ও শক্তি এমন আর মন্দ কি! এবং তাহার ফলেই আজও আমরা পার্টিকে বে-আইনী কায়দায় গড়িয়া তুলিতে পারিলাম না। কোন রকমে বে-আইনী কাগজ বাহির ও প্রচার করা টেররিস্টসুলভ মনোভাবের প্রকাশ, সংগঠন গড়িবার দায়িত্ব অস্বীকার করিবার প্রয়াস। সামান্য জন-পঞ্চাশেকের 'লেবর পার্টি'—তাহারাও তো মাসে মাসে বে-আইনী কাগজ বাহির করিয়া লোকের কাছে জাহির করিতেছিল,—আমাদের কত শক্তি, কত বিরাট সংগঠন! কিন্তু লোককে ধোঁকা দিবার ফল তাহারা আজ হাতে হাতে পায় নাই কি? তাহাদের শোচনীয় ধরপাকড় হইতে লোকে আজ তাহাদের সংগঠনের দৌড় বুঝিতে পারিল না কি? অপরের এই অভিজ্ঞতা হইতেও আমাদের যথেষ্ট শিখিবার আছে।

না কমরেডস্, আমরা টেররিস্ট নই, অ-বিপ্লবী লেবর পার্টিও নই। আত্ম-প্রবঞ্চনা কিংবা সংগঠনের শক্তি সম্বন্ধে মিথ্যা জাহির করার শিক্ষা মার্কস্‌বাদ-লেনিনবাদ দেয় না। সোভিয়েট ইউনিয়নে আমাদের কমরেডরা আজ মৃত্যু ও রক্তাক্ত পরিশ্রমের প্রাত্যহিক প্রচণ্ডতার মধ্যে নিজেদের সংগঠনশক্তির নির্ভীক পরীক্ষা দিতেছে, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছে। সেই অম্লান গৌরবের উত্তরাধিকারী আমরা, আমরাও তেমন করিয়া পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইব, আমাদের সংগঠনকে অভেদ্য করিয়া গড়িয়া তুলিব।

বিশ্বব্যাপী বিরাট বিপ্লবী সঙ্কট শুরু হইয়াছে

বিশ্ব-ইতিহাস আজ যুগান্তকারী পরিবর্ত্তনের সম্মুখীন
সমস্ত পৃথিবী আজ রক্ত-রাঙ্গা পথে নূতন সমাজের
- - প্রসব বেদনায় উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে - -

একদিকে, লুণ্ঠনকারী, দুর্দ্দান্ত দস্যু নাৎসি-ফাসিস্টরা সমস্ত পৃথিবীতে যুদ্ধের আগুন ছড়াইয়া রক্তের বন্যা বহাইতেছে, কোটি কোটি মানুষের গলায় দাসত্বের শিকল পরাইয়া দিতেছে সভ্যতা, কৃষ্টি ও গণতন্ত্র বিধ্বস্ত করিতেছে। আর একদিকে, নিপীড়িত গণ-মানবের মুক্তির প্রতীক সোভিয়েট রুশিয়ার জনগণ মার্কস্-এঙ্গেলস্-লেনিন-স্টালিনের পতাকার নীচে দাঁড়াইয়া সোভিয়েট মাতৃভূমি রক্ষা করিতেছে ও শোষিত মানবের মুক্তির পথ করিয়া দিতেছে; চীনের জনগণ স্বাধীনতার লড়াইয়ে অকাতরে প্রাণ দিতেছে; হিটলার-পদানত ইউরোপের জনগণ অশেষ নিপীড়ন সহিয়াও বিদ্রোহের অগ্নিশিখা জ্বালাইয়া রক্তের অক্ষরে পৃথিবীর নূতন ইতিহাস রচনা করিতেছে। এমনি করিয়াই আজ
- - আন্তর্জ্জাতিক ফাসিস্ট-বিরোধী বিপ্লবী গণ-ফ্রন্ট গড়িয়া উঠিতেছে - -

এই বিপ্লবী সঙ্কটে শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী, কমিউনিস্ট কর্ম্মী হিসাবে আপনার কর্ত্তব্য কি? আন্তর্জ্জাতিক বাহিনীর অংশ হিসাবে ৪০ কোটি শোষিত ভারতবাসীকে মুক্তির পথে আগাইয়া নিবার জন্য

সুদৃঢ়, শক্তিশালী, পুলিস-প্রুফ ও গোপন কমিউনিস্ট পার্টি-সংগঠন গড়া-ই
- - - আজ আপনার সব চাইতে বড় কর্ত্তব্য - - -

পার্টি-সংগঠন করিতে হইলে বুঝা চাই পার্টির রাজনীতি, জানা চাই গোপন সংগঠনের কায়দা

সে জন্য চাই—পা র্টি - সা হি ত্য

নিয়মিত প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় কমিটির
- সাহিত্য কিনুন ও পাঠ করুন -

১। গোপন সংগঠনের কায়দা

দাম চার আনা

কমিউনিস্ট আন্তর্জ্জাতিকের প্রাক্তন সম্পাদক পিয়াট্‌নিট্স্কি ১৯৩৩ সালেই গোপন সংগঠন গড়িয়া তুলিবার জন্য সাবধান বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আজও আমরা গোপন সংগঠনের কায়দা শিখি নাই। এই বইখানিতে তাহারই অনুবাদ করা হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় কমিটির প্রদত্ত নোটও দেওয়া হইয়াছে। এই বই পড়িয়া আজই গোপন সংগঠনের কায়দা আয়ত্ত করুন!

২। ধর্ম্মঘট ও সংগঠন

দাম চার আনা

মজুর শ্রেণী আবার জাগিতেছে। মাগগীভাতা আন্দোলনের দ্বিতীয় ঢেউ উঠিতেছে। কানপুর ও নাগপুরে ব্যাপক ধর্ম্মঘট হইয়া গেল। কিন্তু উহা ব্যর্থ হইল কেন? গলদ ছিল কোথায়? আমাদের কর্ত্তব্য কি? সমস্ত প্রশ্নের উত্তর এই পুস্তকে পাইবেন। প্রত্যেক কমরেডের পড়া দরকার।

৩। মার্কস্‌বাদীর দৃষ্টিতে ভারত-ইতিহাসের কাঠামো

দাম চার আনা

ভারতের অতীত ইতিহাস কি শোষণহীন খাঁটি গণতান্ত্রিক সমাজের সুবর্ণময় ইতিহাস? মধ্যযুগীয় ভারতে কি ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর বিকাশ হইতেছিল? ভারতের ইতিহাসে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভূমিকা কি? ইহার মার্কস্‌বাদী উত্তর এই পুস্তকে পাইবেন। ভারত-ইতিহাসের সমস্ত কাঠামোটা মার্কস্‌বাদী দৃষ্টিতে দেখিবার এই সর্ব্বপ্রথম প্রচেষ্টা। আপনার পাঠ-চক্রের জন্য ইহা এখনই প্রয়োজন।

৪। মাসিক-পত্র

[শীঘ্রই বাহির হইবে]
দাম প্রতি সংখ্যা দুই আনা

ইহাতে থাকিবে:—যুদ্ধের গতি, মাসিক রাজনীতি প্রভৃতি। ইহা যে-কোনও নির্ভরযোগ্য সিম্পাথাইজারকে দেওয়া চলিবে।